বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সরকারি বৃত্তি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ, ২০১৭

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কলা, কৃষি, আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে নিম্নলিখিত সরকারি বৃত্তি গুলি চালু রয়েছে :-

- তপশিলী উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ন্যাশনাল ওভাসিজ বৃত্তি :-

এই প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রক মেধাবী উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়াশুনা, পিএইচডি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণামূলক অধ্যায়নের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। পরিবারের বার্ষিক আয় ছয় লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলেই ছাত্রছাত্রীরা এই বৃত্তি পেতে পারে।

- তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ন্যাশনাল ওভাসিজ বৃত্তি :-

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পিওর ও অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স, সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। পারিবারিক বার্ষিক আয় ছয় লক্ষ টাকা বা তার কম হলেই ছাত্রছাত্রীরা এই বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য। বার্ষিক ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক এই প্রকল্প রূপায়ন করে থাকে।

- অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে পড়াশোনার জন্য শিক্ষাঋণে সুদ ছাড় সংক্রান্ত ডঃ আম্বেদকর প্রকল্প:-

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কলা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা ও কৃষি বিভাগে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে, তার জন্যই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত পরিবারের বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকা ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর পরিবারের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায়। ছাত্রীদের জন্য প্রকল্পের ৫০ শতাংশ বরাদ্ধ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

- পড়ো পরদেশ: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কলা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ও চিকিৎসাশাস্ত্র ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর

পর্যায়ের পড়াশুনা, এম. ফিল এবং পিএইচডি করার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা ঋণে ছাড় দেওয়া হয়। পারিবারিক বার্ষিক আয় ছয় লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে কর্মসূচির সুবিধা পাওয়া যায়।

- বিদেশে ডক্টরাল ফেলোশিপ কর্মসূচি : দেশে মেধাবী গবেষকদের সংখ্যা বাড়িয়ে জাতীয়স্তরে স্ব-নির্ভরতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের স্বশাসিত সংস্হা বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষনা পর্ষদ এই কর্মসূচি রূপায়নের দায়িত্বে রয়েছে। কর্মসূচির আওতায় মনোনীত গবেষকদের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর ধরে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও চিকিৎসাশাস্ত্রে ডক্টরেট পর্যায়ের গবেষণামূলক কাজকর্ম ও অধ্যয়নের জন্য বার্ষিক ২৪ হাজার মার্কিন ডলার সাহায্য দেওয়া হয়।

রাজ্যসভায় বৃহস্পতিবার প্রশ্নোত্তরপর্বে এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য দেন মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহেন্দ্রনাথ পান্ডে।